উন্নত পদ্ধতিতে ঢেঁড়শ চাষ

১. ফসলঃ ঢেঁড়শ (Okra)

ঢেঁড়শ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গ্রীস্মকালীন সবজী। ঢেঁড়শে প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষনযোগ্য অংশে ৮৯.৬ গ্রাম জলীয় অংশ, কর্বোহাইড্রেট ৬.৪ গ্রাম, প্রোটিন ১.৯ গ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ৪৩ মিলিগ্রাম, আয়রন ১.৫ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৬৬ মিলিগ্রাম রয়েছে।

২. উন্নত জাত সমূহঃ

জাতের নাম	কোম্পানীর নাম	বপনের সময়
বারি ঢেঁড়শ-১	BARI	ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই
ঢেড়শ এভারগ্রীন, বারী	ব্র্যাক সীড লি:	ফব্রুয়ারী থেকে আগষ্ট মাস
হাইব্রীড ঢেড়স সুসমা	বায়ার ক্রপ সসেন্স	ফব্রুয়ারী থেকে আগষ্ট মাস
হাইব্রীড ঢেড়শ সিলভিয়া৫, লাকী৭,গ্রীন ফিংগার, (উফশী- সর্কা অনামিকা, ওকে-২৮৫, চয়েস)	লালতীর সীড লি:	ফব্রুয়ারী থেকে আগষ্ট মাস
হাইব্রীড ঢেড়শ মুনমুন-৪৫	আফতাব বহুমুখী ফার্মস লি: (AMFL)	জানুয়ারী থেকে অক্টোবর মাস
হাইব্রীড ঢেড়শ সিরাজদ্দৌলা, গোলাম হোসেন, আলেয়া	মলি- কা সীড কো. (MSC)	সারা বছর চাষ করা যায় তবে বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বীজ বপন করলে সর্বাধিক ফলন ও অধিক মুনাফা লাভ করা যায়
হাইব্রীড ঢেড়শ কে.এস-১	কৃষিবিদ গ্রুপ সীড	ফাল্গুন থেকে শ্রাবন মাস
ঢেড়শ অরকা অনামিকা, বারী-১	গেটকো এগ্রো ভিশন লি:	
হাইব্রীড ঢেড়শ সারিকা	বেজো শীতল সীডস (বাংলাদেশ) লি: (BCSBL)	খুব শীত ছাড়া সারা বছর জন্মে
ঢেড়শ অরকা অনামিকা, হাইব্রিড কমল	নামধারী মালিক সীডস (NMS)	
হাইব্রীড ঢেড়শ অলিসজন এফ-১, (অরকা প-াস), স্টার-১,২, ফাইভস্টার, শ্যামলবাংলা,গ্রীন চ্যাম্পিয়ান এফ-১	পাশাপাশি সীড কো:	সারা বছরই চাষ করা হয়
ঢেড়শ জি অনামিকা	এনার্জি প্যাক এগ্রো লি:	বপনের সময় ফেব্রুয়ারী থেকে আগষ্ট
গ্রীন গে-ারী,গ্রীন এনার্জী, বাধাকপি- কক, হাইব্রিড- গ্রীন সুপ্রিম, সুপ্রিম কুইন	সুপ্রীম সীড	--

৩. উপযোগী জমি ও মাটিঃ

দোআশ ও বেলে দোআশ ঢেঁড়শ চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। পানি নিষ্কাশনের সুবিধা থাকলে এটেল মাটিতেও চাষ করা যায়।

৪. বীজঃ

- ভালো বীজ নির্বাচনঃ সাধারনত নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ভালো বীজ নির্বাচনে সহায়ক
- ✓ রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট ও চিটামুক্ত হতে হবে।

- ✓ সকল বীজের আকার আকৃতি একই ধরনের হবে।

- বীজের হারঃ প্রতি শতকে ২০ গ্রাম, তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরন করতে হবে।
- বীজ শোধনঃ ভিটাভেক্স ২০০ / টিলথ অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করে বীজ: শোধন করা যায়।
-

বিশেষ পরামর্শ: ব্যাণিজ্যিক ভাবে চাষাবাদের ক্ষেত্রে এবং ভালো সুষ্ঠ বীজ নির্বাচনের জন্য কৃষক, নমুনা বীজ মাঠ পর্যায়ে পরিক্ষা করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে বীজ গজানোর হার ৮০% এর বেশী হবে।

৫. জমি তৈরীঃ

- জমি চাষঃ গভীরভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে চাষের জমি তৈরি করতে হয়।

৬. বপন ও রোপন এর পদ্ধতিঃ

- বপন ও রোপন এর সময়ঃ সারা বছরই চাষ করা যায়। তবে সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে এর চাষ করা হয়। ফাল্গুন চৈত্র ও আশ্বিন-কার্তিক মাস বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।
- ছিটিয়ে বা লাইনে বপনঃ বীজ বোনার আগে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে নিতে হয়। সারি থেকে সারির দুরত্ব হবে ৩০ ইঞ্চি। বীজ সারিতে ১৫- ১৮ ইঞ্চি দূরে দূরে ২-৩ টি করে বীজ বুনতে হয়। জাত অনুযায়ী চারা থেকে চারা এবং সারি থেকে সারির দুরত্ব ৬ ইচি কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে। শীতকালে গাছ ছোট হয় বলে দূরত্ব কমানো যেতে পারে। চারা গজানোর পর প্রতি গর্তে একটি করে সুস্থ সবল চারা রেখে বাকী চারা গর্ত থেকে উঠিয়ে ফেলতে হবে। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

৭. সার ব্যবস্থাপনাঃ

সার	মোট পরিমাণ (একর প্রতি)	শেষ চাষের সময় দেয়	পরবর্তী পরিচর্যা হিসাবে দেয়			সারের উৎস
			প্রথম কিস্ড়ি (বীজ বপনের ৩০ দিন পর)	দ্বিতীয় কিস্ড়ি (বীজ বপনের ৪৫ দিন পর)	তৃতীয় কিস্ড়ি (বীজ বপনের ৬০ দিন পর)	
গোবর	৭ টন	সব	-	-	-	
ইউরিয়া	৬১ কেজি	৩০ কেজি	১০ কেজি	১০ কেজি	১০ কেজি	
টিএসপি	৪০ কেজি	সব	-	-	-	
এমপি	৬১ কেজি	৩১ কেজি	১০ কেজি	১০ কেজি	১০ কেজি	
জিপসাম	২৮ কিজি	সব	-	-	-	

বোরন	০.৮০ কেজি	সব	-	-	-	
মলিবডেনাম	০.২০ কেজি		-	-	-	

৮. আগাছা দমনঃ

- সময়ঃ জমি সব সময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- দমন পদ্ধতিঃ নিড়ানী দিয়ে মাটির উপরিভাগ মাঝে মাঝে আলগা করে দিতে হবে।

৯. সেচ ব্যবস্থাঃ

- সেচের সময়ঃ মাটির প্রকার ভেদ অনুযায়ী ১০/১২ দিন পর পর সেচ দেয়া প্রয়োজন। প্রতি কিস্তিতে সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হবে।

১০. রোগ ও পোকামাকড় দমনঃ

রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন	প্রতিকার	বালাইনাশকের উৎস
রোগের নাম- ঢেঁড়সে মোজাইক ভাইরাস **লক্ষণ-**মোজাইক ভাইরাস রোগে পাতাগুলোতে হলুদ ও সবুজ রংয়ের মোজাইক দেখা যায়। পাতা কুঁকড়ে যেতে পারে এবং গাছের বৃদ্ধি ও ফলন খুব কমে যায়। 	আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করে দিতে হবে। জমিতে পানি নিষ্কাশন করতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এ রোগ সাধারণত সাদা মাছি (white fly) দ্বারা বিস্তার লাভ করে । সাদা মাছি দমনের জন্য প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ চামচ গুড়া সাবান (যেমন হুইল পাউডার) মিশায়ে স্প্রে করতে হবে এ সাবান পানি স্প্রে করে যদি এ পোকা দমন না হয় তাহলে রগর (১ মি.লি, /১ লি, পানিতে মিশিয়ে) প্রয়োগ করে এ রোগের বিস্তার রোধ করা যায় ।	
রোগের নাম- পাউডারী মিল্ডিউ লক্ষণ- পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে দাগগুলো বড় ও বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত লতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, ফল ঝরে পড়ে এমনকি সম্পূর্ন গাছ মরে যায়। 	১. জমির আশে পাশে কুমড়া জাতীয় অন্য যে কোন রকমের সবজি চাষ থেকে বিরত থাকা। ২. আক্রান্ত পাতা ও গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা। ৩. থিয়োভিট ৮০ ডবি-উজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করুন।	সিনজেনটা
	এমকোজিম ৫০ ডবলিউপি ৭০-৭৫ এম.এল / বিঘতে (৩৩ শতাংশ) ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এ সি আই
	হেকোনাজল ৫ ই সি ২০০ মি লি প্রতি একরে (১ মিলি/ ১ লিটার পানিতে) স্প্রে করতে হবে।	পদ্মাওয়েল কো. লি.
রোগের নাম- ডাউনি মিল্ডিউ লক্ষণ- এর জন্য গাছের পাতা ধূসর হয়ে যায়। পাতায় সাদা পাউডার দেখা যায়	থিয়োভিট ৮০ ডবি-উজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করুন।	সিনজেনটা
পোকার নাম- মাছি পোকা ক্ষতির ধরন- ১. স্ত্রী মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে। ২. ডিম ফুটে কীড়াগুলো বরে হয়ে ফল খায় এবং ফল পচে যায় ও অকালে ঝরে পড়ে।	১. পে-নাম ৫০ ডবি-উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে পে-নাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ২. সবিক্রন	সিনজেনটা

	৪২৫ ইসি- প্রতি লিটার পানিতে ২ এমএল হারে মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন	প্রতিকার	বালাইনাশকের উৎস
পোকার নাম- ফল ছিদ্র কারী পোকা ক্ষতির ধরন- ডিম ফুটে কীড়াগুলো বরে হয়ে ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে।	কেয়ের ৫০ এস পি-একর প্রতি ৬০০-৬৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে	এ সি আই
পোকার নাম- পামকিন বিটল ক্ষতির ধরন- পূণাঙ্গ পোকা চারা গাছের পাতা ছিদ্র করে খায়। কীড়া গাছের গোড়ায় মাটিতে বাস করে এবং গাছের শিকড়ের ক্ষতি করে।	১. আক্রান্ড় গাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা হাতে ধরে মেরে ফেলা। ২০-২৫ দিন চারা মশারির জাল দিয়ে ঢেকে রাখা। ২. কীড়া দমনের জন্য প্রতি গাছের গোড়ায় ২.৫ গ্রাম বাসুডিন-১০ জি মিশিয়ে দিয়ে তারপর সেচ দিতে হবে। ৩. সবিক্রন ৪২৫ ইসি- প্রতি লিটার পানিতে ২ এমএল হারে মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	সিনজেনটা
	টিডো ২০ এস.এল-৫০-৫৫ এম এল / একর জমিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	সিনজেনটা
	টিডো ২০ এস.এল-৫০-৫৫ এম এল / একর জমিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এ সি আই
পোকার নাম- জাব পোকা ক্ষতির ধরন- পূণবয়স্ক ও নিম্ফ উভয়েই ঝিঙ্গার পাতা, কচি কান্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোঁটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়। ফলে গাছ প্রথমে দুর্বল ও পরে হলুদ হয়ে যায়। গাছে ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমণ হলে ফুলের কুঁড়ি ও কচি ফল ঝরে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মরে যায়। 	১. আক্রান্ড় পাতা, ডগা, ফুল পোকাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা। ২. একতারা ২৫ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে ২.৫ গ্রাম একতারা প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাব গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। ৩. পে- নাম ৫০ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে পে- নাম মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।	সিনজেনটা
	টিডো ২০ এস.এল-১০০-১০৫ এম এল / একর জমিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এ সি আই
পোকার নাম- ঢেঁড়শের ডগা ও ছিদ্রকারী পোকা ক্ষতির ধরন- ডিম থেকে বাদামী রংয়ের কীড়া বের হয়ে ডগা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে নরম অংশ ধীরে ধীরে খায়। আক্রান্ড়ের ডগা নেতিয়ে পড়ে ও শুকিয়ে যায়, ফলে গাছের বৃদ্ধি ঠিক ভাবে হয় না। কীড়া ফল ছিদ্র করে ভিতরে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে	নিমবিসিডিন, ৮০ এম এল/একর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।	এ সি আই
	ফাইটার ২.৫ ইসি-৪১০ এম এল/লি. পানি	এ সি আই
	রিপকরট ১০ ই সি ২০০ এম এল/একর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে (১ এম এল /লি. পানি)	পদ্মা ওয়েল কো. লি.
	সবিক্রন ৪২৫ ই সি, ৪০০ এম এল / একর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।	সিনজেনটা
	আলফাটাফ ৫০ এস পি, ২৪৫-৩২৫ গ্রাম/একর(১২-১৬ গ্রাম/১০ লি. পানি)	আলফা এগ্রো লি.

১১. বিশেষ পরিচর্যাঃ

গাছের গোড়ায় মাটি দেয়াঃ

পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহ এমন কি পর্যাপ্ত আলো-বাতাস পাওয়ার জন্য ঢেঁড়শ সারিতে বপন করা ভাল। আগাছা দমন, সেচের সুবিধা এবং পানি চলাচলের জন্য নালা তৈরি করার সময়ে গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হবে। ফলে গাছ হেলে পড়ার সম্ভাবনা থাকেনা এবং ছত্রাকজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যায়।

১২. ফসল কাটাঃ

- **সময়ঃ** বীজ বোনার ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে এবং ফুল ফোটার ৩-৫ দিনের মধ্যে ফল আসা শুর হয়। জাত ভেদে ফল ৮-১৫ ইঞ্চি লম্বা হলেই সংগ্রহ করতে হয়।

১৩. পরিবহণ ব্যবস্থাঃ

- **পরিবহণ পদ্ধতিঃ** ফসল সংগ্রহের পর প্রথমে ডালিতে কলা পাতা বিছিয়ে তার উপর করলা সাজায়ে রাখতে হবে যাতে কোনো দাগ না পরে।
- পরিবহণের মাধ্যমঃ সাধারনত ঝুড়ি / ডালিতে করে পরিবহন করা হয় তবে বেশি আকারে হলে পিক-আপ /ট্রাকের মাধমেও পরিবহন করে হয়।

১৪. প্যাকেজিংঃ

- **প্যাকেজিংপদ্ধতিঃ** প্যাকেজিং এর জন্য ফুড রেপিং পেপার, পেরফোরেটেড পেপার, ঝুড়ি, খাঁচা, প-াস্টিক কেস, ব্যবহার করা জেতে পারে।

১৫. সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

- **স্বল্প পরিসরেঃ** ২-৩ দিন সংরক্ষণ করা যায়।

১৬. বাজারজাত ব্যবস্থাঃ

- **বাজার ব্যবস্থাঃ** পার্শবর্তী কোনো হাট-বাজারে বিক্রয় করতে পারেন।

১৭. তথ্যের উৎসঃ

AIS, BARI, কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, ekrishok.com, krishitey.com,

১৮. সর্বশেষ সংযোজন (তারিখ):

July, 2014